এগিয়ে চলছি আগামীর পথে

উন্নয়নের অগযাত্রায় স্বনির্ভর শরীয়তপুরের অঙ্গীকারে

ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট উপজেলা
শরীয়তপুর ৩ নির্বাচনী এলাকা

শরীয়তপুরবাসীর স্বপ্নপূরনে
নাহিম রাজ্জাক এম পি

"যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মজিবুর রহমান"

“আমরা দেশকে এগিয়ে নিচ্ছি
যেন জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার
বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি”

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার শেখ হাসিনা

আধুনিক শরীয়তপুরের রূপকার

আব্দুর রাজ্জাক

১ আগষ্ট ১৯৪২ - ২৩ ডিসেম্বর ২০১১

প্রয়াত জননেতা আব্দুর রাজ্জাক ১৯৪২ সালের ১লা আগস্ট শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার দঃ ডামুড্যা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রাবস্থায় সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাস করার পর ঐতিহ্যবাহি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৩ সালে ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি.এস.) নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জনাব আব্দুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে সিরাজুল আলম খান ও শহীদ কাজী আরিফ'কে সাথে নিয়ে নিউক্লিয়াস গঠন করেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন , ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। ১৯৬৭ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় তিনি দুই বছর কারা নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ পরবর্তি, বঙ্গবন্ধুর চেতনায় আওয়ামী লীগে'কে সু-সংগঠিত করেন এবং দুইবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯১ পরবর্তিতে উনি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য হিসেবে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি জননেত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভায় পানিসম্পদ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং সফলতার সঙ্গে ভারতের সাথে ঐতিহাসিক পানিচুক্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ৮ম জাতীয় সংসদে তিনি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন । জনাব আব্দুর রাজ্জাক একজন শিক্ষানুরাগী হিসাবে শরীয়তপুর জেলার সখীপুরে হাজী শরীয়তউলাহ ডিগ্রী কলেজ, ডামুড্যায় হাজী ইমাম উদ্দিন বিদ্যালয়, গোসাইরহাটের কোদালপুরে আব্দুর রাজ্জাক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ইদিলপুরে দেওয়ান মফিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, গোসাইরহাটে শেখফজিলাতুন্নেছা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও জাজিড়ায় জনাব আব্দুর রাজ্জাক উচ্চ বিদ্যালয় এবং বুড়িরহাটে আব্দুর রাজ্জাক কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা করেন। এছাড়াও উনি সমগ্র শরীয়তপুরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাপক অবদান রাখেন, তাই শরীয়তপুরের সকল জনসাধারণ উনাকে আধুনিক শরীয়তপুরের রূপকার হিসেবে উপাধি প্রদান করেন।

জননেতা আব্দুর রাজ্জাক এমপি ব ২০১১ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর লন্ডনস্থ কিংস কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

স্বনির্ভর শরীয়তপুরের অঙ্গীকার

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

জয় হোক শরীয়তপুরের

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিন। ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা আমার পিতা, শরীয়তপুরের মাটি ও মানুষের প্রানপ্রিয় নেতা, আধুনিক শরীয়তপুরের রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহধন্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শীর্ষ সংগঠক, জাতীয় বীর, সাবেক সফল পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক'কে ৬ষ্ঠ বারের মত জাতীয় সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত করেছিলেন। সেই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় স্বনির্ভর শরীয়তপুরের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯৬ সালে জনগনের রায় নিয়ে ক্ষমতা গ্রহনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উন্নয়নের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই অগ্রযাত্রাকে অবারো সঞ্চালন করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতির পিতার রক্তের উত্তরাধিকারী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সকলে মিলে পরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করি। এমন একটি পরিস্থিতিতে ২০১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর সকলের প্রিয় মুখ আব্দুর রাজ্জাক আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই কর্মযজ্ঞে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে শরীয়তপুর -৩ নির্বাচনী এলাকার উপ-নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কৃপায় এবং আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই। পরবর্তীতে আপনাদের সমর্থন নিয়েই পুনরায় ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই।

২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৯ বছর পার করে ১০ বছরে পদার্পণে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে মাথা উচু করে আবারো দাড়ানোর স্বপ্ন দেখছে।

আমাদের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শি নেতৃত্বে বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের পাশাপাশি আমরা স্বপ্ন দেখছি শরীয়তপুরের অপার সম্ভাবনার। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, একটি কর্মযোগ্য, কর্মঠ ও দক্ষ জাতি সৃষ্টি হতে পারে সে লক্ষ্যে একটি আধুনিক স্বনির্ভর শরীয়তপুরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রকাশনা জাতি গঠনের মূল চালিকা শক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুতায়ন, আইন শৃংখলা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ক্রীড়া, বিনোদন, পরিকল্পিত নগরায়ণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে আমাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

"সম্ভাবনার আলোকে একটি স্বনির্ভর শরীয়পুরের অঙ্গীকারের স্বপ্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি"

নাহিম রাজ্জাকের নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে

শরীয়তপুর ৩ নির্বাচনী এলাকা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদীয়মান তরুন নেতৃত্বের প্রতিনিধি নাহিম রাজ্জাক ও তার পিতা প্রয়াত আব্দুর রাজ্জাকের আদর্শে শরীয়তপুর-৩ এলাকার উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। চলমান উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা সহ হাতে নিয়েছেন নানা রকম মেগা প্রকল্প। যার বাস্তবায়ন সম্ভব শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তারুন্যের অহংকার নাহিম রাজ্জাকের মাধ্যমে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট এলাকার বর্তমান উন্নয়নসহ ভবিষ্যত পরিকল্পনার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলোঃ-

- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য
- বিদ্যুতায়ন
- আইন শৃংখলা
- অবকাঠামো উন্নয়ন
  - যোগাযোগ ব্যবস্থা
  - আঞ্চলিক সংযোগ পরিকল্পনা
  - পরিকল্পিত নগরায়ন
  - ক্রীড়া ও বিনোদন
  - কর্মসংস্থান

শিক্ষাই জাতীয় মেরুদন্ড

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নাহিম রাজ্জাক বিশ্বাস করেন,
সু-শিক্ষা মানেই সুন্দর জীবন। একমাত্র সু-শিক্ষাই একটি জাতিকে
সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।
যার কারনে শিক্ষাকেই তিনি তার উন্নয়ন পরিকল্পনায়
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সংসদ সদস্য হিসাবে তার
দায়িত্বকালিন সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নেয়া
বিভিন্ন অবদান সমুহঃ

শিক্ষা

- ৪০ কোটি ৩১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার অধিক ব্যয়ে ১১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান ও ৫ টি মেরামত করণ –
- ২১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান (প্রক্রিয়াধীন) –
- ৭০টি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ –
- ৫৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর বিতরন –
- ১২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ার শ্রেনীকক্ষে পাঠদানের জন্য ল্যাপটপ বিতরন –
- ২৮২ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ –
- প্রায় ৪৫০ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ –
- ৭৭ জন দপ্তরী/নৈশ প্রহরী নিয়োগ –
- ৪৯টি সরকারি প্রাথমক বিদ্যালয়ে দপ্তরি/নৈশ প্রহরী নিয়োগের পদ সৃষ্টি –
- ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা ভবন নির্মান –
- ৩৮ টি উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন –
- ১৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্ত করণ –
- ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ সহ ১ টিকে মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর এবং ৪তলা ভবন নির্মান –
- ৭টি প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন –
- ১৫টি প্রতিষ্ঠানে ICT ল্যাব স্থাপন –
- ৩টি কলেজকে জাতীয়করণসহ ৪তলা ভবন নির্মান –
- ডামুড্যা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ২টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ নির্মান (চলমান) –
- গোসাইরহাট উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মান (প্রক্রিয়াধীন) –
- ৩টি উপজেলায় ৩টি প্রতিষ্ঠানে ওয়াইফাই জোন প্রতিষ্ঠাকরন –
- ডামুড্যা উপজেলায় নার্সিং কলেজ স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন) –
- খোদাবক্স ডিজিটাল লাইব্রেরী (কনেশ্বর) (প্রক্রিয়াধীন) –
- আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রাবাস (এম. এ. রেজা কলেজ) (নির্মানাধীন)–
- ডামুড্যা অথবা গোসাইরহাট উপজেলায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউ নির্মাণ (প্রস্তাবিত)–

Key Map

Key Map

- আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (ডামুড্যা)
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (ভেদরগঞ্জ)

শরীয়তপুর জেলার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত ও কারিগরি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ডামুড্যা উপজেলায় **নার্সিং কলেজ** নির্মানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে

Location Map

১১১টি প্রাঃ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ

২১টি প্রাঃবিঃ ভবন (প্রক্রিয়াধীন)

৭০টি প্রাঃ বিদ্যালয় জাতীয়করণ

৪৫০জন শিক্ষক নিয়োগ।

৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ

০১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মডেল

১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এম.পি.ও ভুক্ত করণ

৩৮টি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)

৩টি কলেজ জাতীয়করণ সহ ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ

এম.এ.রেজা কলেজে আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রাবাস নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)

খোদাবক্স ডিজিটাল লাইব্রেরী (কলেশ্বর) (প্রক্রিয়াধীন)

১৫ টি প্রতিষ্ঠানে ICT ল্যাব স্থাপন

৭টি প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন

৩ টি উপজেলায় WiFi স্থাপন

সু-স্বাস্থ্য মানেই সুন্দর জীবন

মানুষের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়াই হচ্ছে শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার বিশ্ববাসীর কাছে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের কাছে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা ভিত্তিক হাসপাতাল উন্নিতকরণসহ মা ও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে শরীয়তপুর-৩ নির্বাচনী এলাকার স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

স্বাস্থ্য

৪০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ স্থাপন –
৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন) –
ডামুড্যা উপজেলা হাসপাতালকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ –
ভেদরগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ –
গোসাইরহাট উপজেলা হাসপাতালকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ –
কোদালপুর ইউনিয়নে ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ –
ধানকাঠি ইউনিয়নে ১০ শয্যা বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক মা ও শিশু হাসপাতাল (নির্মানাধীন) –
পূর্ব ডামুড্যা ইউনিয়নে ১০শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল (প্রস্তাবিত)–
ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলা হাসপাতালে ৩ টি এম্বুলেন্স প্রদান –
গোসাইরহাট উপজেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরন (প্রস্তাবিত) –

কোদালপুরে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ

ধানকাঠিতে নির্মান কাজ চলমান

পূর্ব ডামুড্যায় (প্রস্তাবিত)

গোসাইরহাট হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত)

প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ

ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট হাসপাতালকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট হাসপাতালে ৩ টি এম্বুলেন্স প্রদান

আলোকিত শরীয়তপুর-৩

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শরীয়তপুর-৩ নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত ডামুড্যা উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন করেন। ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ইতিমধ্যেই ১০১১কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে; ৬৭৬কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কাজ চলমান। এই তিন উপজেলার মানুষ যাতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সুবিধা পেতে পারে, সে লক্ষ্যে ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলায় বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আগামীর যাত্রায় বিদ্যুৎ স্বয়ং সম্পন্ন হওয়ার লক্ষে নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হবে আমাদের লক্ষ্য।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বিদ্যুতায়ন

প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গোসাইরহাট ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মান –

সর্বোমোট ১০১১ কিলোমিটার সংযোগ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে –

২০১৮ সালের মধ্যে সর্বমোট ২০৬৬ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ হবে –

২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৭০৩২১ জন গ্রাহক বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে –

২০১৮ সালের মধ্যে ১০০% বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণ –

শরীয়তপুরের গ্রিড স্টেশন নির্মাণ (চলমান) –

নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন (প্রস্তাবনা) –

LNG টার্মিনাল স্থাপন (প্রস্তাবনা) –

প্রায়- ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গোসাইরহাট ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ডামুড্যা উপজেলায় ১০০% ভাগ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে

ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলা ২০১৮ এর মধ্যে ১০০% বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণ

২০০৯থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৭০,৩২১জন গ্রাহক বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে

১০১১ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ

৬৭৬ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইন চলমান

আইন-শৃংখলা ও জননিরাপত্তা

শরীয়তপুর-৩ নির্বাচনী এলাকার ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সীমাহীন আন্তরিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তরুন আওয়ামী লীগ নেতা নাহিম রাজ্জাক। নির্বাচনী এলাকার তিনটি পুলিশী থানাতেই নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মান কাজ চলমান সহ ৩টি পুলিশ পিকআপ প্রদান, বুড়িরহাট পুলিশ ফাড়ি ও নলমুড়ি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণসহ আইন শৃংখলা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনলাইনে সেবা পেতে শরীয়তপুরবাসীর জন্য মুঠোফোন ভিত্তিক অ্যাপস তৈরি করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

আইন শৃংখলা

- ৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভেদরগঞ্জ থানা ভবন নির্মান কাজ (চলমান) –
- ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলার পুলিশ থানা ভবনের কাজ চলমান –
- ডামুড্যা উপজেলায় সার্কেল এসপি ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন –
- ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলায় ০২ টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন –
- ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন নির্মান কাজ (চলমান) –
- বুড়িরহাট পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন –
- গোসাইরহাট উপজেলার নলমুড়ি ইউনিয়নে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন –
- ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলার সীমানায় ধানকাটি ইউনিয়নে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ (প্রস্তাবিত) –
- ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা ও গোসাইরহাট থানায় ৩ টি পুলিশ ভ্যান/জীপ প্রদান –
- অনলাইন সেবা পেতে শরীয়তপুরবাসীর জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরী (প্রস্তাবনা)–

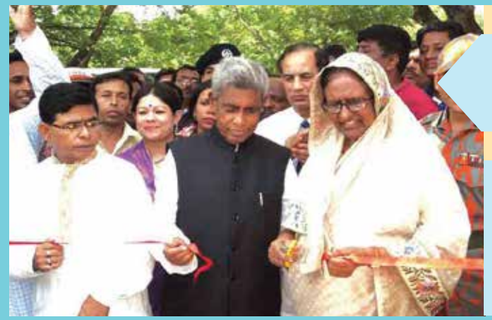

ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলায় ০২ টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন উদ্বোধন

ভেদরগঞ্জ উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কাজ চলমান

গোসাইরহাট উপজেলার নলমুড়ি ইউনিয়নে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র উদ্বোধন

বুড়িরহাট পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন

ধানকাটিতে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ (প্রস্তাবিত)

ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা ও গোসাইরহাট থানায় ৩ টি পুলিশ ভ্যান/জীপ প্রদান

ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট পুলিশ থানার প্রশাসনিক ভবন কাজ চলমান

ডামুড্যা উপজেলায় নবনির্মিত সার্কেল এসপি ভবন উদ্বোধন

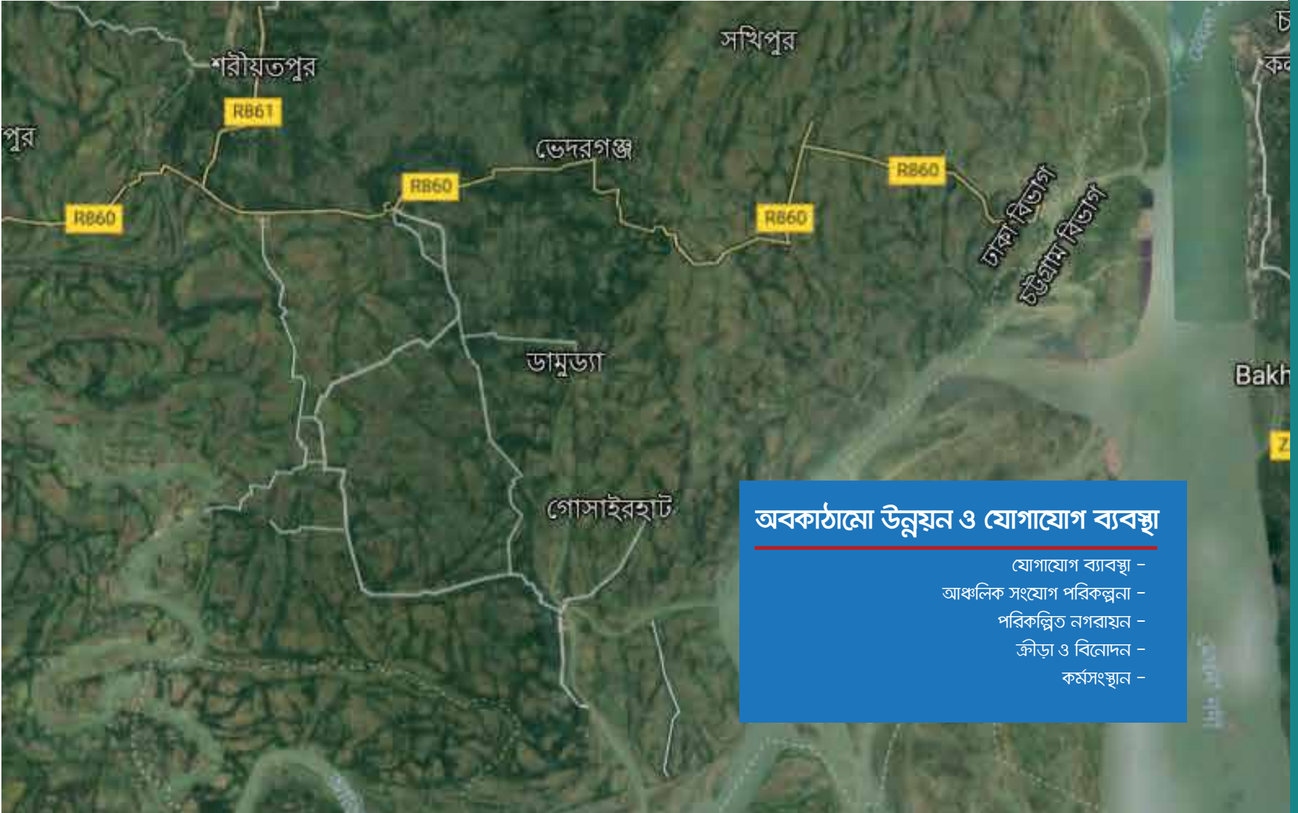

অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

- যোগাযোগ ব্যবস্থা –
- আঞ্চলিক সংযোগ পরিকল্পনা –
- পরিকল্পিত নগরায়ন –
- ক্রীড়া ও বিনোদন –
- কর্মসংস্থান –

অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

যেকোন অঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ঘাটতির কারনে ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান সহ অর্থনীতিতেও পিছিয়ে ছিল এ অঞ্চলের মানুষ। প্রয়াত নেতা আব্দুর রাজ্জাকের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষে নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য উত্তরাধিকার নাহিম রাজ্জাক

অবকাঠামো উন্নয়ন

চলমান প্রকল্প সমূহ

প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ডামুড্যা উপজেলার প্রশাসনিক ভবন ও ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়ামের কাজ (চলমান)–
ভেদরগঞ্জ উপজেলার প্রশাসনিক ভবন ও ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়ামের টেন্ডার (প্রক্রিয়াধীন) –
গোসাইরহাট উপজেলার প্রশাসনিক ভবন ও ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়ামের টেন্ডার হয়েছে –
প্রায়- ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোসাইরহাট উপজেলা অডিটলিয়াম নির্মাণ –
প্রায়- ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘ডামুড্যা পৌরসভা’র ভবন নির্মাণ ও ১ম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ–
প্রায়- ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘ভেদরগঞ্জ পৌরসভা’র ভবন নির্মাণ (চলমান) ও ২য় শ্রেণীতে উন্নীতকরণ –
গোসাইরহাট পৌরসভা ভবনের নির্মাণ (প্রস্তাবিত) ও প্রায়- ৯কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন–

যোগাযোগ ব্যবস্থা

ইতোমধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহ

প্রায় ২৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১৫.৮২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ –
প্রায় ৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৩ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ –
প্রায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মেঘনা নদীর উপর সাইফা ব্রীজ নির্মাণ –
IRIDB সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় –
১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও
৩টি ৪ তলা কাচা মার্কেট স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন) –
জেলা পরিষদের আওতায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৫টি প্রকল্প (বাস্তবায়ন)–
প্রায় ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প ডিপিপি ভুক্ত হয়েছে –
বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬০ কিলোমিটার রাস্তা ও ৯টি ব্রীজের কাজ (চলমান) –
প্রায়- ১৪কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ত্রাণের ৭৫টি ব্রীজ নির্মাণ ও ৩০টি ব্রিজ নির্মানের কাজ চলমান–
গোসাইরহাট উপজেলা নলমুড়ি ইউনিয়নের আবুপুর “আব্দুর রাজ্জাক ফেরিঘাট” স্থাপন–

ডামুড্যা-ভেদরগঞ্জ-গোসাইরহাট আঞ্চলিক সংযোগ পরিকল্পনা

গোসাইরহাট উপজেলা নলমুড়ি ইউনিয়ন আবুপুর-মৃধারহাট (শরীয়তপুর-বরিশাল) সংযোগের লক্ষ্যে “আব্দুর রাজ্জাক ফেরিঘাট” স্থাপন-

শরীয়তপুর-বুড়িরহাট হয়ে ডামুড্যা-গোসাইরহাট- আবুপুর সংযোগ সড়কটি ৬০ ফুট প্রস্থে উন্নয়ন করা;- (আঞ্চলিক সড়কে উন্নীকরণ)

গোসাইরহাট থেকে তারাবুনিয়া নৌ-বন্দর পর্যন্ত সড়ক ৬০ ফুট প্রস্থে উন্নয়ন; (সড়ক ও জনপদে উন্নীতকরণ) (প্রস্তাবিত)

শরীয়তপুর বরিশাল সংযোগ সড়ক ৬০ ফুট প্রস্থে উন্নয়ন সহ ৬৬৫ মিটার ব্রিজ স্থাপন (আবুপুর থেকে মৃধার হাট) (প্রস্তাবিত)

প্রায় ৯৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের আওতায় মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরীয়তপুর (মনোহরবাজার) ইব্রাহিমপুর-হরিনা-চাদপুর (ভাটিয়ারপুর) সড়ক (আর-৮৬০) উন্নয়ন (শরীয়তপুর অংশ) DPP ভুক্ত করণ (প্রস্তাবিত)

-ভেদরগঞ্জ থেকে কাঞ্চনপাড়া (ভেদরগঞ্জ-নড়িয়া-পালং-জাজিরা) সংযোগ রাস্তা (প্রস্তাবিত)।

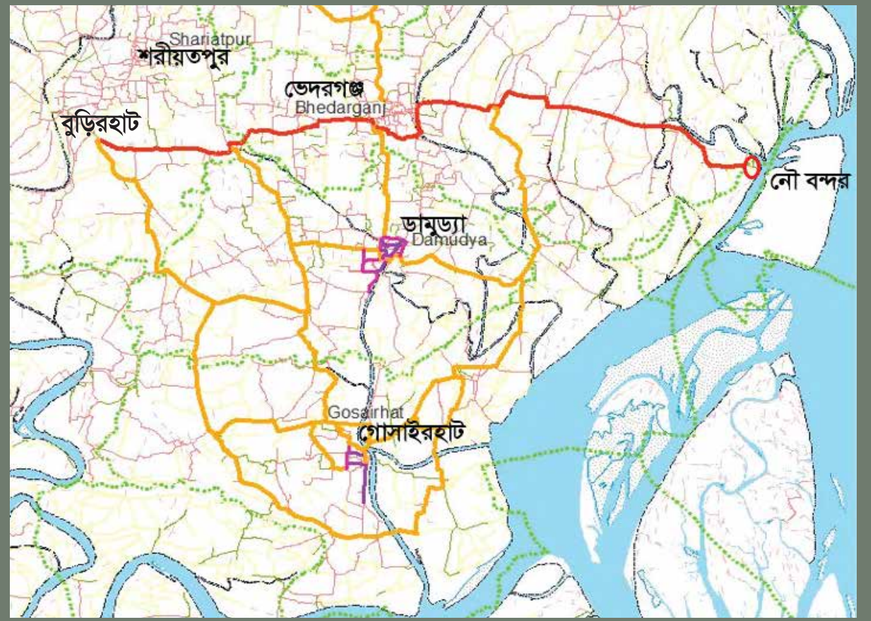

বুড়িরহাট এলাকায় প্রস্তাবিত সড়ক মোড়

- ভবিষ্যত আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বুড়িরহাট একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ হিসাবে আবির্ভূত হবে শরীয়তপুর-ভেদরগঞ্জ-তারাবুনিয়া নৌবন্দরগামী ১০০ ফুট দৈর্ঘর সড়ক শরীয়তপুর-ডামুড্যা গামী ৬০ ফুট প্রস্থের সড়ক মিলিত হবে।
- শরীয়তপুর-গোসাইরহাট-হিজলা (বরিশাল) ৬০ ফুট প্রস্থের সড়ক মিলিত হবে।

ডামুড্যা উপজেলার বিশেষ কিছু প্রকল্পের চিত্রঃ

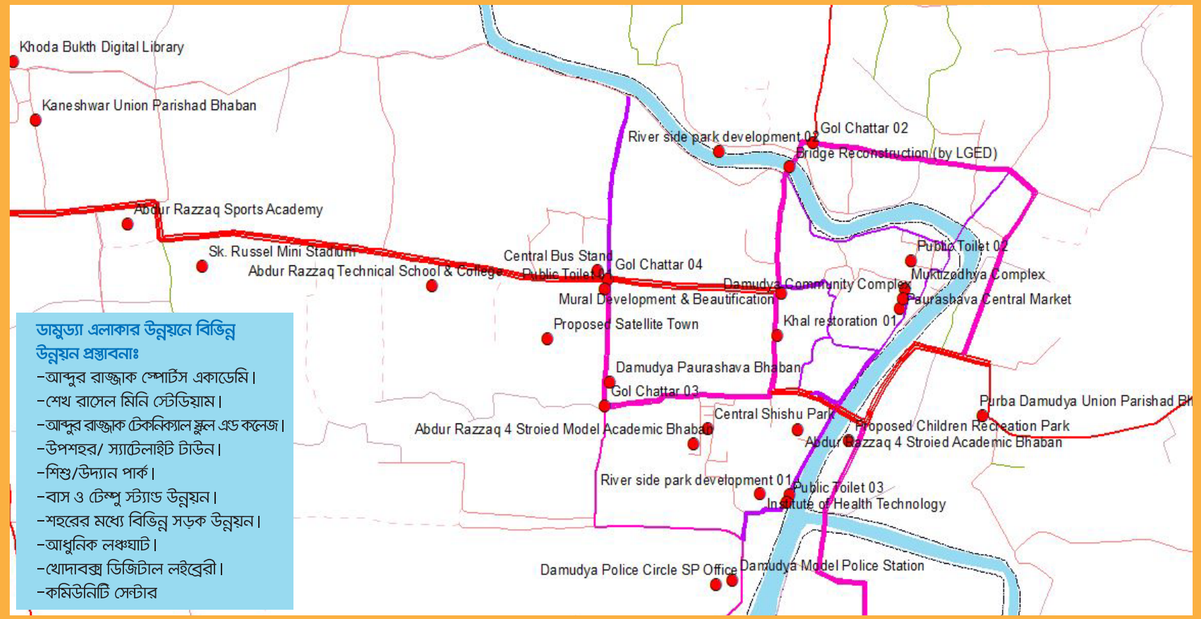

ডামুড্যা উপজেলা কমপ্লেক্স ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা

ডামুড্যা উপজেলার প্রশাসনিক ভবন

ডামুড্যা উপজেলার ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম

ডামুড্যা পৌরসভার ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা

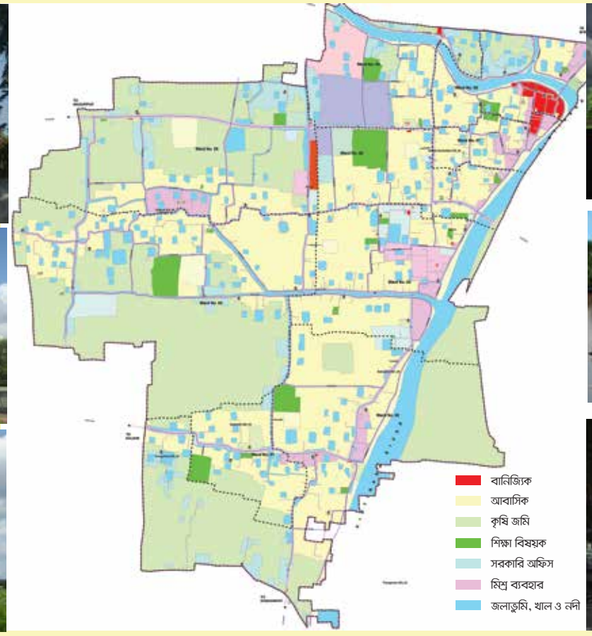

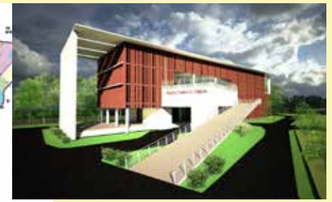

Hospital Mosque
হাসপাতালের
মসজিদ
Damudya
Launch Terminal
ডামুড্যা লঞ্চ
টার্মিনাল
Jayanti River
Google

ডামুড্যা লঞ্চ ঘাটের বর্তমান অবস্থা

প্রস্তাবিত পার্ক
অস্থায়ী লঞ্চ ঘাট
প্রস্তাবিত অস্থায়ী লঞ্চ ঘাট থেকে স্থায়ী ও লঞ্চঘাট
পর্যন্ত যোগাযোগের রাস্তা
প্রস্তাবিত ডামুড্যা লঞ্চ ঘাট

armar Bridge
Shop

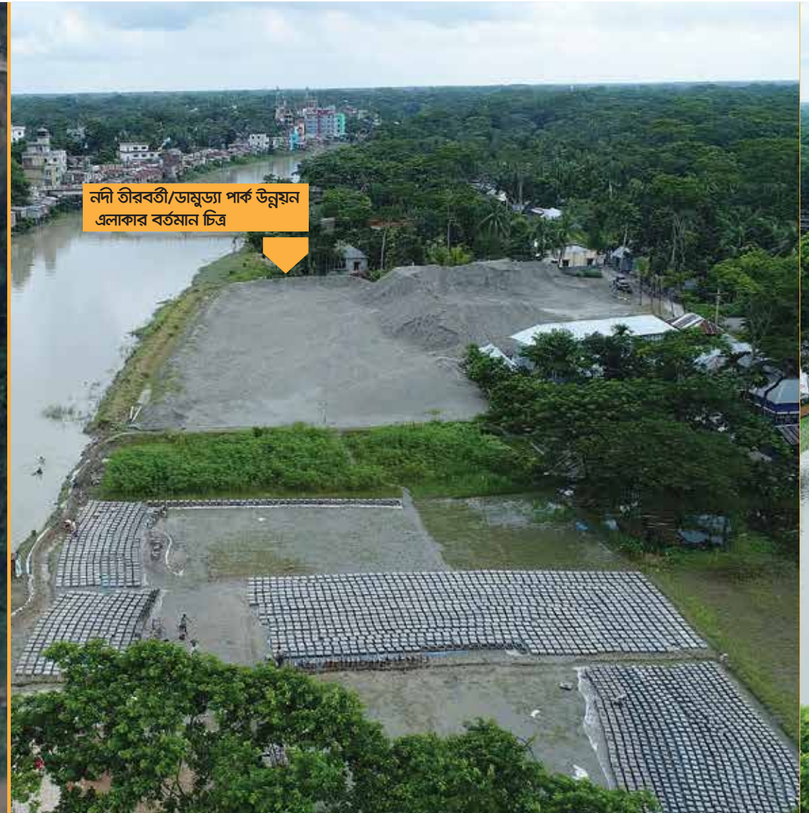
নদী তীরবর্তী/ডামুড্যা পার্ক উন্নয়ন
এলাকার বর্তমান চিত্র

প্রস্তাবিত অস্থায়ী লঞ্চ ঘাট থেকে প্রস্তাবিত স্থায়ী
লঞ্চঘাট পর্যন্ত যোগাযোগের রাস্তা
প্রস্তাবিত নদী তীরবর্তী ডামুড্যা পার্ক

ভেদরগঞ্জ উপজেলার বিশেষ কিছু প্রকল্পের চিত্রঃ

Susoma Computer Center
Rima Store
DBBL ATM Booth
Medical Hall

প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ উপজেলা
কমপেক্স বর্তমান চিত্র
প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ পার্কের
বর্তমান চিত্র

WALTON
প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ পার্ক
প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ
উপজেলা মার্কেট

প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ
উপজেলা কমপেক্স বাসস্ট্যান্ড
প্রস্তাবিত ১০০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন

নবনির্মিত মুক্তিযোদ্ধা
কমপেক্স ভবন
প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ পৌর পার্ক
ভেদরগঞ্জ সরকারী
মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

Govt. MA Rez
Degree Colle
সরকারি এম এ রেজ
ডিগ্রি কলেজ

সরকারী এম এ রেজা কলেজ এলাকা
বর্তমান চিত্র

শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম চলমান
আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রাবাস চলমান
সরকারী এম.এ. রেজা কলেজ
বর্তমান একাডেমিক ভবন
প্রস্তাবিত ৩০ফুট রাস্তা প্রস্থের সড়ক
সহ খাল .....নির্মাণ
প্রস্তাবিত সরকারী এম.এ.
রেজা কলেজ বাস স্টপেজ

প্রস্তাবিত দিগম্বরী দীঘির পাড় পার্ক উন্নয়ন

দীঘি তীরবর্তী মন্দিরের
বর্তমান অবস্থা

দীঘি তীরবর্তী মন্দির
প্রাঙ্গনে শতবর্শী গাছ

দিগম্বর দীঘির বর্তমান অবস্থা

দিগম্বর দীঘি মন্দির

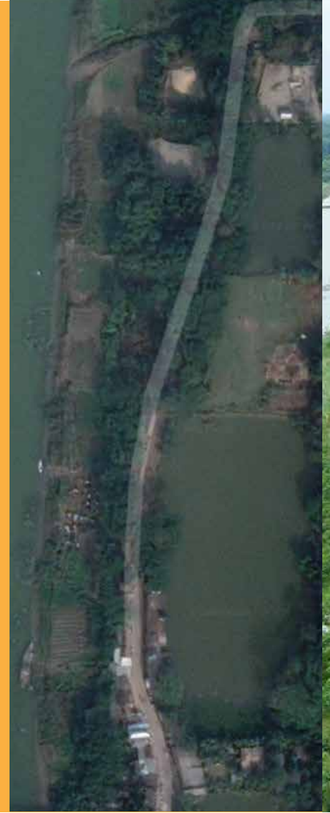

চলমান ভেদরগঞ্জ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এর বর্তমান চিত্র
প্রস্তাবিত পার্কের বর্তমান চিত্র

প্রস্তাবিত পার্ক
প্রস্তাবিত ভেদরগঞ্জ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম

গোসাইরহাট উপজেলার বিশেষ কিছু প্রকল্পের চিত্রঃ

গোসাইরহাট উপজেলা কমপ্লেক্স ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা

গোসাইরহাট উপজেলার প্রশাসনিক ভবন

গোসাইরহাট উপজেলার ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম

গোসাইরহাট পৌরসভার ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা

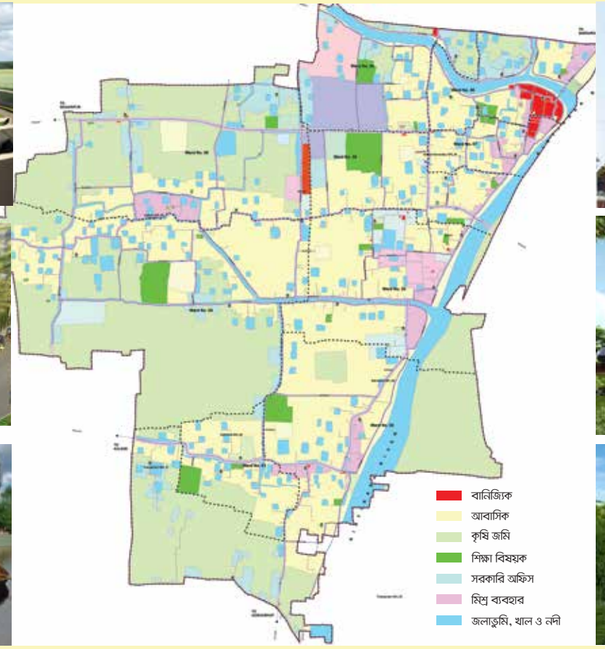

গোসাইরহাট উপজেলা কমপেক্স এর বর্তমান চিত্র

প্রস্তাবিত গোসাইরহাট উপজেলার ইসলামিক সেন্টার
প্রস্তাবিত গোসাইরহাট উপজেলা কমপেক্স
প্রস্তাবিত গোসাইরহাট উপজেলা কমপ্লেক্স হেলিপ্যাড
প্রস্তাবিত গোসাইরহাট উপজেলা কমপ্লেক্স ঘাট উন্নয়ন

গোসাইরহাট বাজার খেয়া ঘাট
বর্তমান চিত্র
গোসাইরহাট বাজার লঞ্চ ঘাট
বর্তমান চিত্র

প্রস্তাবিত গোসাইরহাট বাজার
খেয়া ঘাট
প্রস্তাবিত নদী তীরবর্তী এলাকা
সংরক্ষন ও সৌন্দর্যকরণ
প্রস্তাবিত গোসাইরহাট বাজার
লঞ্চ ঘাট
প্রস্তাবিত নদী তীরবর্তী এলাকা
সংরক্ষন ও সৌন্দর্যকরণ

প্রস্তাবিত গোসাইরহাট পার্ক ও উদ্যান
এর বর্তমান চিত্র
গোসাইরহাট বাজার খেয়া ঘাট
বর্তমান চিত্র

প্রস্তাবিত বর্তমান পার্ক ও উদ্যান এর
ভুমি ব্যবহার চিত্র
প্রস্তাবিত গোসাইরহাট বাজার খেয়া ঘাট

প্রস্তাবিত গোসাইরহাট উপশহর/স্যাটেলাইট টাউন

Shariatpur Goshairhat Rd
Haji Super Market
Mohiuddin Tele
& Mobile Hospit

গোসাইরহাট মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স
বর্তমান চিত্র
গোসাইরহাট কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল
বর্তমান চিত্র

প্রস্তাবিত গোসাইরহাট পৌর শিশু পার্ক
গোসাইরহাট মুক্তিযোদ্ধা
কমপেক্স নির্মাণ
প্রস্তাবিত গোসাইরহাট কেন্দ্রিয়
বাস টার্মিনাল

পরিকল্পিত নগরায়ন

পরিকল্পিত নগরায়ন মানেই হচ্ছে নগরবাসীর জন্য উন্নত ও শৃংখলা জীবনমান নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলাকে উন্নত সমৃদ্ধ উপশহর, স্যাটেলাইট টাউন নির্মানের লক্ষ্যে বিরামহীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ঐ অঞ্চলের যোগ্য কাডারী নাহিম রাজ্জাক

পরিকল্পিত নগরায়ন

ডামুড্যা উপশহর/স্যাটেলাইট টাউন –
গোসাইরহাট উপশহর/স্যাটেলাইট টাউন –
কমিউটিনি সেন্টার –
প্রাইভেট মাধ্যমিক বিদ্যালয় –

ডামুড্যা উপশহর/স্যাটেলাইট টাউন

ডামুড্যা উপজেলা
স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ
(প্রস্তাবিত)

ডামুড্যা উপজেলা
স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ
(প্রস্তাবিত)

ডামুড্যা উপজেলা
কমিউনিটি কমপেক্স (প্রস্তাবিত)

ডামুড্যা উপজেলা
আব্দুর রাজ্জাক
স্পোর্টস একাডেমি (প্রস্তাবিত)

ক্রীড়া ও বিনোদন

বিনোদন হচ্ছে মানবজীবনের অন্যতম অংশ। এছাড়াও ক্রীড়া ও বিনোদনের মাধ্যমে যুব সমাজের শারিরিক ও মানসিক বিকাশে ভুমিকা রাখে। শরীয়তপুর-৩ নির্বাচনী এলাকার তরুণ তরুনীদের মানসিক বিকাশ লাভ করার জন্য তরুণ প্রজন্মের অহংকার নাহিম রাজ্জাক পরিকল্পিতভাবে ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন খেলার মাঠ নির্মান, খেলাধুলা করার জন্য বিভিন্ন সামগ্রি যোগান এবং বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজক হিসাবে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন।

ক্রীড়া ও বিনোদন

শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলায় প্রায় ২ কোটি টাকা – ব্যয়ে ২ টি "শেখ রাসেল মিনি ষ্টেডিয়াম" নির্মান

৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাঠ ভরাটের জন্য ২৫০০০০ টাকা প্রদান –

আনুমানিক ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ডামুড্যা উপজেলায় "আব্দুর রাজ্জাক স্পোর্টস একাডেমি" নির্মাণ – কাজ (প্রক্রিয়াধীন)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ৯৯৭জন'কে প্রশিক্ষণ প্রদানর –

৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাটের জন্য ২,৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান

প্রায়-২ কোটি টাকা ব্যয়ে ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (চলমান)

প্রায়- ৫কোটি টাকা ব্যয়ে ডামুড্যা উপজেলায় 'আব্দুর রাজ্জাক স্পোর্টস একাডেমি' নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)

'খোদা বক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রস্তাবিত খোদা বক্স লাইব্রেরী নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)

কর্ম সংস্থান সৃষ্টি

বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই এলাকায় সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকার মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য গোসাইরহাট উপজেলায় মাঝের চর এলাকায় প্রায় ৩০০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য শেখ হাসিনা সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে। মেঘনা নদীর বুকে জেগে উঠা বিশাল বিস্তীর্ন জমির মধ্যে ঐ চরে অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাশে আরও ৯০০ একর এলাকায় একটি ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উওন্নয়ন সাধিত হবে

কর্মসংস্থান

প্রায়- ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোসাইরহাট উপজেলা বিনাটিয়ায় শরীয়তপুরের একমাত্র মৎস্য হ্যাচারীর নির্মাণ –

প্রতি বছর প্রায়- ১ হাজার ৫০০ মৎস্যজীবিকে ৪ মাসের জন্য বি.জি.এফ কার্ড প্রদান –

ঐচ্ছিক তহবিল হতে ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলায় প্রায়- ৪৫টি সেলাই মেশিন প্রদান –

ইতোমধ্যে প্রস্তাবিতঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল (৩০০ একর) –

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মান –

১০০ একর এর উপর পর্যটন কেন্দ্র (প্রস্তাবিত) –

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন –

কৃষিবিদ ইন্সিটিউশন স্থাপন –

অর্থনৈতিক অঞ্চল ও পর্যটন কেন্দ্র

প্রায়- ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোসাইরহাট উপজেলার বিনটিয়ায় শরীয়তপুরের একমাত্র মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ।

প্রতি বছর প্রায়- ১ হাজার ৫০০ মৎস্যজীবিকে ৪ মাসের জন্য বি.জি.এফ কার্ড প্রদান।

হ্যাচারীতে মাছ চাষের জন্য পুকুরের ব্যবস্থা করণ ও জনবল নিয়োগ (প্রক্রিয়াধীন)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ/মহিলাঃ

-গোসাইরহাট উপজেলায় ৩২০ জন
-ডামুড্যায় উপজেলায় ৫৯২ জন
-ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ১৬৫ জন

সর্বমোট প্রায় ৯৯৭ জন সুবিধাভোগী

ডামুড্যা উপজেলার প্রকল্পের তালিকা সমূহঃ-

০১. পূর্ব মাদারীপুর কলেজ ৪তলা ভিত বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
০২. পূর্ব মাদারীপুর কলেজ ৪তলা ভিত বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক একাডেমিক ভবন নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
০৩. আলহাজ্ব ইমাম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ত ভিত বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
০৪. কনেশ্বর এইচ.সি. এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয়ে খোদা বক্সডিজিটাল লাইব্রেরী নির্মাণ (প্রস্তাবিত) ও প্রতিটি ইউনিয়নের ১টি লাইব্রেরী স্থাপন।
০৫. আব্দুর রাজ্জাক স্পোর্স একাডেমিক নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
০৬. ডামুড্যা উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
০৭. ডামুড্যা উপজেলায় ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
০৮. ডামুড্যা উপজেলায় কমপ্লেক্স সুসজ্জিত প্রকল্প (প্রধান প্রবেশাধিকার, পুকুর, বাগান ও ওয়াকওয়ে পুনরুদ্ধার) (প্রস্তাবিত)
০৯. সৌন্দর্য এবং বাসষ্ট্যান্ড প্রকল্প-একটি বিদ্যমান বাসষ্ট্যান্ড ডিজাইন ও অঙ্কন-পৌরসভা মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা (প্রস্তাবিত)।
১০. ডামুড্যা পৌরসভার নতুন ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
১১. পূর্ব ডামুড্যা ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ।
১২. ডামুড্যা পৌরসভার সুপার মার্কেট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৩. ডামুড্যা উপজেলা থানা ভবন নির্মাণ (টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন)।
১৪. ডামুড্যা পুলিস সার্কেল এস.পি. অফিস নির্মাণ সম্পন্ন।
১৫. চরপাটালিয়াতে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র-সাইন নিশ্চিত করা হবে, নাগেরপাড়া-ধানকাঠি, রুদ্রকর ও পালং উপজেলা নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৬. কনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
১৭. শিধলকুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৮. ডামুড্যা উপজেলা আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নির্মান কাজ (প্রক্রিয়াধীন)।
১৯. কনেশ্বর ইউনিয়নে উপজেলা ডিজিটাল মসজিদ নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২০. ডামুড্যা উপ-শহর আংশিক ভূমি অর্জিত, অঙ্কন ও নকশা (প্রস্তাবিত)।
২১. কেন্দ্রীয় বাসষ্ট্যান্ড নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২২. সিএনজি/টেম্পোষ্ট্যান্ড নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৩. ডামুড্যা লঞ্চঘাট (বিদ্যমান) উন্নয়ন (প্রস্তাবিত)।
২৪. স্থায়ী ডামুড্যা লঞ্চঘাট উন্নয়ন। মডেল থানার বিপরীতে (প্রস্তাবিত)।
২৫. মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
২৬. খাল পুন:নির্মাণ (এম.পি'র বাসভবনের সামনে) প্রস্তাবিত।
২৭. নদী পার্শ্ব পার্ক উন্নয়ন-লঞ্চঘাট থেকে শুরু করে ডামুড্যা পর্যন্ত যাত্রা শুরু কমিউনিটি কমপ্লেক্স (ডামুড্যা বাজার বনিত সমিতির সাইট), এছাড়াও ওয়াকওয়ে পর্যন্ত ভবিষ্যত সম্প্রসারণ প্রস্তাবিত স্থায়ী লঞ্চঘাট (প্রস্তাবিত)।
২৮. আই.আর.আই.ডি.পি'র আওতায় ধানকাঠি ইউনিয়নে চারতলা ভিত বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৯. শিশুদের বিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ (পূর্ব ডামুড্যা) প্রস্তাবিত।
৩০. কেন্দ্রিয় শিশু পার্ক পুন:নির্মাণ (উপজেলা কমপ্লেক্স) প্রস্তাবিত।
৩১. নার্সিং কলেজ নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
৩২. ডামুড্যা কমিউনিটি কমপ্লেক্স-ডামুড্যা বাজার বনিক সমিতির সাইটে (প্রস্তাবিত)।
৩৩. ৩০-মে, ২০১৮ পর্যন্ত উপজেলা-সাইট জুড়ে সকল বাজারের ব্লিক টাইলস্ (প্রস্তাবিত)।
৩৪. ধানকাঠি ইউনিয়নে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
৩৫. পূর্ব ডামুড্যা ইউনিয়নে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
৩৬. ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতালের জন্য এ্যাম্বুলেন্স প্রদান (দরপত্র আহ্বান)।
৩৭. ধানকাটি ইউনিয়ন কৃষি ইনস্টিটিউট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
৩৮. বুড়িরহাট সেতু-সড়ক অপেক্ষা, সড়ক ও মহাসড়ক দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে।
৩৯. নতুনবাজার, ধানকাঠি ও ইসলামপুর ইউনিয়নে নতুন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে (প্রস্তাবিত)।
৪০. ডামুড্যা-দাকল-আমান বাই-পাস সড়ক নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।

ভেদরগঞ্জ উপজেলার প্রকল্পের তালিকা সমূহঃ-

০১. এম.এ. রেজা ডিগ্রি কলেজ ৪তলা ভিত বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
০২. এম.এ. রেজা ডিগ্রি কলেজে আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রাবাস নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
০৩. ভেদরগঞ্জ মডেল হাই স্কুলে ১তলা ভিত বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
০৪. ভেদরগঞ্জ মডেল হাই স্কুলে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক একাডেমিক ভবন নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
০৫. ভেদরগঞ্জ উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
০৬. ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'কে ৩০শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নিত করন ও ১০০ শয্যা করা (প্রস্তাবিত)।
০৭. ভেদরগঞ্জ উপজেলার প্রশাসনিক ভবন ও ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
০৮. ভেদরগঞ্জ উপজেলা কমপ্লেক্স সুদর্শন প্রকল্প (প্রধান প্রবেশদ্বার গেইট, পুকুর বিউটিফিকেশন, গার্ডেন ও ওয়াকওয়ে পুনরুদ্দার) (প্রস্তাবিত)।
০৯. ভেদরগঞ্জ পৌরসভা ভবন নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
০৯. ভেদরগঞ্জ মডেল থানা ভবনের নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
১০. ভেদরগঞ্জ পুলিস সার্কেল এস.পি. অফিস ভবন নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১১. বুড়িরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন।
১২. মহিষার ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৩. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
১৪. উপজেলা ডিজিটাল মসজিদ নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৫. ভেদরগঞ্জ উপজেলা বাসষ্ট্যান্ড নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৬. বাসষ্ট্যান্ড (উপজেলা কমপ্লেক্সের কাছাকাছি, এনবিএল এর কাছাকাছি, ভেদরগঞ্জ মডেল হাইস্কুলের বিপরীতে ওএম.এ. রেজা ডিগ্রি কলেজ কাছে) (প্রস্তাবিত)।
১৭. সেন্টাল বাস টার্মিনাল (মাল্টিমিডাম টার্মিনাল এবং লঞ্চঘাট টার্মিনাল) নারায়নপুর ইউনিয়নের ভেদরগঞ্জ-আলুরবাজার সড়ক (প্রস্তাবিত)।
১৮. ভেদরগঞ্জ লঞ্চঘাট উন্নয়ন (প্রস্তাবিত)।
১৯. মুক্তিযোদ্ধাঅ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
২০. ভেদরগঞ্জ খাল উন্নয়ন (প্রস্তাবিত)।
২১. শিশু পার্ক-এম.এ. রেজা ডিগ্রি কলেজের বিপরীতে (প্রস্তাবিত)।
২২. মহিষার দিগম্বরী (দিঘি ও মন্দির) বিনোদন স্পট (প্রস্তাবিত)।
২৩. মহিষার ইউনিয়নে আই.আর.আই.ডি.পি'র আওতায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৪. ভেদরগঞ্জ বাজার বাই-পাস ব্রিজ-টি এলজিইডির দ্বারা বাস্তবায়ন (প্রস্তাবিত)।
২৫. মনোহর বাজার থেকে আলুরবাজার পর্যন্ত (শরীয়তপুর-চাঁদপুর ফেরিঘাট) ৮০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প আন্তঃজেলা রাস্তা থেকে জাতীয় মহাসড়ক পর্যন্ত ডিপিপি'তে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।
২৬. ভেদরগঞ্জ-মহিষার-কাঞ্চনপাড়া রোড এপ্রটনশন (প্রস্তাবিত)।
২৭. ভেদরগঞ্জ উপজেলা বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন।

গোসাইরহাট উপজেলার প্রকল্পের তালিকা সমূহঃ-

০১. কুচাইপট্টি-গোসাইরহাট সংযোগ সড়কে সাইক্ষ্যা গ্রামের শেখ হাসিনা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন।
০২. গোসাইরহাট-কুচাইপট্টি সংযোগ বিস্তার সড়ক নেটওয়ার্ক।
০৩. শামসুর রহমান ডিগ্রি কলেজে ৪তলা ভিত বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
০৪. গোসাইরহাট উপজেলা অডিটরিয়াম ভবনের নির্মাণ করা সম্পন্ন।
০৫. গোসাইরহাট উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা (প্রক্রিয়াধীণ)।
০৬. গোসাইরহাট উপজেলার প্রশাসনিক ভবন ও ১০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
০৭. গোসাইরহাট উপজেলার বিউটিফিকেশন প্রকল্প (প্রধান প্রবেশদ্বার+সীমানা প্রাচীর) (প্রস্তাবিত)।
০৮. গোসাইরহাট পৌরসভা ভবনের নির্মাণ কাজ (প্রস্তাবিত)।
০৯. গোসাইরহাট থানা ভবনের নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১০. নলমুড়ি ইউনিয়নে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন।
১১. সামন্তসার ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মান (প্রস্তাবিত)।
১২. নাগেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৩. আলাওলপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)
১৪. টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৫. উপজেলা ডিজিটাল মসজিদ নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৬. গোসাইরহাট উপজেলা সেটেলাইন টাউন নির্মাণ পট্টি ব্রীজের পরে (প্রস্তাবিত)।
১৭. সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৮. সি.এনজি/টেম্পোস্ট্যান্ড নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
১৯. বাষ্ট্যান্ড নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২০. গোসাইরহাট লঞ্চঘাট উন্নয়ন (প্রস্তাবিত)।
২১. গোসাইরহাট খেয়াঘাট উন্নয়ন (প্রস্তাবিত)।
২২. গোসাইরহাট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সম্পন্ন।
২৩. নদীপার্শ্ব পার্ক উন্নয়ন ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৪. ইদিলপুর ইউনিয়নের নতুন বাজারে আই.আর.আই.পি'র আওয়াতায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৫. শিশুদের বিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৬. গোসাইরহাট উপজেলার সকল বাজারে সরকারি ভাবে টয়লেট নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)।
২৭. কোদালপুর ইউনিয়নে ১০শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন ও এ্যাম্বুলেন্স প্রদান (প্রস্তাবিত)।
২৮. গোসাইরহাট উপজেলায় কৃষি ইনস্টিটিউট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
২৯. গোসাইরহাট বাজার গরুল হাট রিক্রিয়েশন (প্রস্তাবিত)।
৩০. সেন্ট্রাল চিলড্রেন পার্ক-গোসাইরহাট বাজার গরুর মাঠ (প্রস্তাবিত)।
৩১. গোসাইরহাট উপজেলায় বিনটিয়া গ্রামের মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ সম্পন্ন।
৩২. শরীয়তপুর-বরিশাল সংযোগ সড়কে আব্দুর রাজ্জাক ফেরিঘাট নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
৩৩. গোসাইরহাট উপজেলা নলমুড়ি ইউনিয়নের নদীর উন্নয়ন (প্রস্তাবিত)।
৩৪. কোদালপুর ইউনিয়নের মাঝের চরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (প্রস্তাবিত)।
৩৫. কোদালপুর ইউনিয়নের মাঝের চর গ্রামের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (প্রস্তাবিত)।
৩৬. গোসাইরহাট উপজেলায় বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন।

জনাব নাহিম রাজ্জাক এর অলংকৃত পদ সমুহঃ-

১। সদস্য, যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি -

২। সদস্য, সংসদীয় **CAUCUS** শিশু উন্নয়ন ও অধিকার কমিটি -

৩। আহবায়ক, ইয়াং বাংলা (জাতীয় যুব পাটফর্ম) -

৪। আহবায়ক, **BANGLADESH CLIMATE PARLIAMENT** -

৫। **CO-CHAIR-UNYSAB (United National Youth and Students Association of Bangladesh)** -

৬। উপদেষ্টা, **E-CAB (E-Commerce Association of Bangladesh)** -

৭। **JCI- TOYP AWARD-** ২০১৫ বিজয়ী **(TOP Ten Outstanding Person of Bangladesh)** -

৮। যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক, আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন -

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
নৌকায়
ভোট দিলেই
উন্নয়নটা অব্যাহত থাকে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
নৌকায় ভোট দিন

স্বনির্ভর
শরীয়তপুরের অঙ্গীকার